টেলিগ্রামভিত্তিক অনলাইন প্রতারক চক্রের দুই সদস্য গ্রেফতার

ছবি: সংগৃহীত

টেলিগ্রাম অ্যাপ ব্যবহার করে ভুয়া চাকরির প্রস্তাব এবং অধিক মুনাফার প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎকারী সংঘবদ্ধ অনলাইন প্রতারক চক্রের দুই সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

বৃহস্পতিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাতে সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) মো. ছুফি উল্লাহ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৭ সেপ্টেম্বর রাত ৮টার দিকে সিআইডির একটি অভিযানকারী দল কিশোরগঞ্জ সদর থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে। গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন—মো. জুলহাস উদ্দিন (৩৯), পিতা মোজাম্মেল হক, দামপাড়া, থানা নিকলী, কিশোরগঞ্জ এবং প্রহড় (২৮), পিতা রেনু মিয়া, গুনধর, থানা করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।

এজাহারের তথ্য অনুযায়ী, মামলার বাদী মেহেদি হক নিয়ন (৪৯)-এর সঙ্গে ২৪ আগস্ট ২০২৫ তারিখে টেলিগ্রামের একটি আইডির মাধ্যমে Zales জুয়েলারী নামের প্রতিষ্ঠানে চাকরির বিষয়ে যোগাযোগ করে প্রতারক চক্রটি। বাদী প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট দেখে চাকরিতে আগ্রহী হলে তাকে একটি ফিশিং লিংকের মাধ্যমে ভুয়া ওয়েবসাইটে যুক্ত করা হয়।

প্রথমে অনলাইনে অর্ডার সম্পন্ন করে কমিশন আয়ের সুযোগ দেওয়া হয়। পরে বেশি মুনাফার আশ্বাস দিয়ে বিভিন্ন অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগে তাকে উৎসাহিত করা হয়। একপর্যায়ে ৯০টি অর্ডার বিভিন্ন রাউন্ডে সম্পন্ন করার কথা জানায় চক্রটি। প্রতিটি অর্ডারের পর বাদীর অ্যাকাউন্টে মুনাফার পরিমাণ দেখানো হলেও সেই অর্থ উত্তোলন ও পরবর্তী অর্ডার সম্পন্নের জন্য নানা কারণ দেখিয়ে অতিরিক্ত টাকা জমা দিতে বলা হয়।

চক্রটির কথায় বিশ্বাস করে বাদী বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে একাধিক দফায় টাকা পাঠান। এভাবে প্রতারণার মাধ্যমে তার কাছ থেকে মোট ৯৪ লাখ ১৯ হাজার টাকা আত্মসাৎ করা হয়। এ ঘটনায় বাদী পল্টন থানায় ৩ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে মামলা করেন। মামলাটির নম্বর ০২ এবং এতে দণ্ডবিধির ৪০৬/৪২০/৪১৭/৩৪ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

সিআইডি তদন্তভার নেওয়ার পর বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণ করে চক্রটির সদস্যদের শনাক্ত করে। তদন্তে এ পর্যন্ত চক্রের ১২ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৭ সেপ্টেম্বর পাওয়া তথ্য ও গোয়েন্দা সংবাদের ভিত্তিতে আসামিদের অবস্থান শনাক্ত করে কিশোরগঞ্জ সদর এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় মামলার এজাহারনামীয় ১৯ নম্বর আসামি মো. জুলহাস উদ্দিনকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অপর আসামি প্রহড়কেও গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার দুজনকে রিমান্ডের আবেদনসহ আদালতে পাঠানো হয়েছে। মামলাটির তদন্ত কার্যক্রম এখনো চলমান রয়েছে।